জিমন্যাসিয়াম

নাসের হোসেন

প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

জিমন্যাসিয়াম



নাসের হোসেন
প্রযত্নে- ড. কামাল হোসেন
৫, পার্ল রোড, বেকবাগান, কলকাতা-১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ই-মেল: nasserhossain2@gmail.com
ফোনঃ (০০৯১)৯৮৩৬০৮৩৮৬১

পরিচিতিঃ

আশির দশকের অন্যতম প্রধান কবি নাসের হোসেন। ১৯৭৫ থেকে ‘রৌরব’ পত্রিকার সহযোগী এবং ১৯৯৩ থেকে ‘কবিতা পাক্ষিক’-এর অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। ২১ টি একক কাব্যগ্রন্থ। বিভিন্ন ভাষায় যৌথ প্রায় ৫০ টি। কবিতা ছাড়াও কবিতা, ছবি, ভাস্কর্য, ফিল্ম, নাটক ইত্যাদি সম্পর্কিত অজস্র গদ্য লিখে আসছেন ১৯৭৫ থেকেই। অনুবাদও করেছেন অজস্র। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির নানান দিকে বিস্তৃত তাঁর কর্মকাণ্ডের পরিধি। ছোটোদের জন্যও লিখেছেন নানান ধরনের লেখা। পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন অনেক। সম্প্রতি ‘বীরেন্দ্র পুরস্কার’-এ সংবর্ধিত হয়েছেন।

উৎসর্গ : এপার বাংলা, ওপার বাংলা- দুই বাংলার
সমস্ত প্রিয়জনদের

নাসের হোসেন- এর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থঃ

অপারেশন থিয়েটার
ডানা
জামার ভুবন
আলপিননামা
জবরদখল
ছায়াপুরাণ
কপিলা ও পিতৃতন্ত্র
কোমা
দ্রাবিড়সোনাটা
বেঁচেবর্তে
প্রেম পদাবলি
লাফ

জিমন্যাসিয়াম
কবিতার ইবুক

গ্রন্থস্বত্ব
নাসের হোসেন

ই-বুক প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০১৩
আশ্বিন, ১৪২০

প্রচ্ছদ
রোশনি ইসলাম

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব ।। জিমন্যাসিয়াম

বন্দর অথবা অন্য কিছু	৮	২০	সিংহের পাহাড়
গাছপালার মধ্যে কিছু পাখি	৯	২১	অশ্রু
ওড়া	১০	২২	গ্লোবের চত্বরে
রক্তবলয়	১১	২৩	কেন্দ্রবিন্দু
এসো এসো পূর্ণতা	১২	২৪	মহিলা ইস্ত্রি করছে
জলপিপি	১৩	২৫	জিমন্যাসিয়াম
মৃত্যুপ্রোথিত	১৪	২৬	সিলিংফ্যান
রশ্মি অথবা দিব্যতা	১৫	২৭	সাদা
তৎসম	১৬	২৮	অ্যারোমা
রাত্রিবাস	১৭	২৯	ভেড়া
কিছু শূন্যস্থান	১৮	৩০	মেডুসা
উপরে ও নীচে	১৯	৩১	কার্ডবোর্ডের বাক্স

দ্বিতীয় পর্ব ।। মায়া

অভিব্যক্তি	৩৩	৪১	অতিরিক্ত
সংস্কার	৩৪	৪২	সংসার
অবরোধ	৩৫	৪৩	আখ্যায়িত
তরঙ্গের	৩৬	৪৪	পরিচয়
মফস্‌সল	৩৭	৪৫	আচমকা
চারপাশ	৩৮	৪৬	সমস্‌কৃত
সমাচার	৩৯	৪৭	অলঙ্কার
অ-গরব	৪০		

তৃতীয় পর্ব ।। বিন্দু

গুছিরাম	৪৯

প্রথম পর্ব ।। জিমন্যাসিয়াম

বন্দর অথবা অন্য কিছু

যাবে না, কেন, যেতে তো হবেই, এই পথ
অজস্র রহস্যে মেশা, কেন স্বচ্ছতা চাও, স্বচ্ছতা
কেন জটিলতা চাও না তুমি, তুমি চাও বা না চাও তাতে
কারো কিছু এসে যায় না, মেশিন শব্দ তুলছে, বেসিনে
মুখ ধুচ্ছে সদ্য ঘুম থেকে ওঠা আশ্চর্য মানুষ, আশ্চর্য তবুও
মানুষ, মানুষ কি কখনো আশ্চর্য কিছু, হয়তো তাই, হয়তো
নয়, যাবে না বললেই তো হবে না, সময় তোমাকে নিয়ে যাবে
নিয়ে যাবে সেই বন্দরে যেখানে ছলাৎ শব্দে জেগে ওঠে হাঙরের দাঁত

গাছপালার মধ্যে কিছু পাখি

জানলার বাইরে গাছপালার মধ্যে কিছু পাখি
ডেকে উঠে চুপ করে যায়, তারা হয়তো দশ বছর আগের
সেই পাখিগুলি নয়, হয়তো-বা তাদেরই বংশধর
কয়েক প্রজন্ম পরের
এখনো একইভাবে ডেকে উঠতে তাদের কোনো বাধা নেই
কেবল আজ এই অসময়ে প্রয়োজন ছিল
তোমারও ওরকম ডেকে ওঠা, দশ বছর আগের মতো
একদিন

ওড়া

এখনো অপেক্ষা করে আছে পাখি, উড়ে যাওয়ার জন্য-
কিন্তু উড়ে যাচ্ছে না--- ভালোবাসার জন্য
খাঁচা খোলা আছে, পাখি ঘুরে ঘুরে শিস দিচ্ছে ছোলা খাচ্ছে
কিন্তু উড়ে যাচ্ছে না
#
আকাশ ডাকছে প্রান্তর ডাকছে সাতসমুদ্দুর তেরো নদীর পারে
অচিন দৃশ্য ডাকছে, তবু পাখি যাচ্ছে না
ডানা ছড়িয়ে ফের ফিরে আসছে খাঁচায়
চারপাশের পাঁচিলগুলো দীর্ঘ পুরোনো স্যাঁতসেঁতে,এরকম
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কোনো না কোনো অসুখ খামচে ধরে
শুধু ভয় পেয়েই মরে যায় অনেকে, কিন্তু পাখি নয়, পাখি
শিস দেয়, গান গায়

রক্তবলয়

এসো আজ খুলে দিই জীবন, এসো ঝরে যাক রক্তচন্দন
আশ্বিন প্রদোষে--- এসো ছড়িয়ে যাই ভ্রূণের ভিতর ভ্রূণ
তার ভিতর--- এসো এগিয়ে যাই মৃত্তিকার কোমল মধুগন্ধ
পথের উপর--- এসো বুকের উপর উঠে আসুক সবুজ ঘাস
এখন যে কোনো সত্যই খুব গূঢ়, যে কোনো মিথ্যেই খুব সৎ---
মিথ্যে, যা চিরকাল প্রকৃত সত্যের কাছে নতজানু
#
যে কোনো জীবন এখন জীবনকে ভেঙে গড়ছে ইমারত যার
সব কটা জানালা বন্ধ--- এসো ওই ভয়ঙ্কর জানালাগুলোকে
খুলে দিই ঝড়ের দিকে--- ঝড়,যা আমাদের ভয়ের এবং
একই সঙ্গে আনন্দ--- আনন্দ, যা পাগলের মতো হেসে যাচ্ছে
একটানা--- পাগল,যে এখনো আঁক কষছে পথে পথে
অলীক-অলীক, যা এখনো মৃত্যুর মতো স্বাধীন পতাকা

এসো এসো পূর্ণতা

দ্বিধা কাজ করে : জীবন এসে মৃত্যুর কথা বলে যায়।
তবে কি মৃত্যু, মৃত্যুই দিতে পারে পূর্ণতা?
দ্বিধাঃজীবন না মৃত্যু? মৃত্যুর বোমারু বিমান ক্রমাগত
উপর থেকে বোমা বর্ষণ করতে থাকে, আর আমি
ফাঁকা মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে দু-হাতে হৃদয় ছড়িয়ে
তাকে আহ্বান করতে থাকিঃএসো এসো পূর্ণতা।
কিন্তু একটাও বোমা আমাকে উড়িয়ে দিতে পারে না।
শরীর ও মুখের কিছু অংশ ক্ষতবিক্ষত হয়।
একটা দেবদারু গাছের কান্ডে গা ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে বসে পড়ি।
#
মৃত্যু এসে জীবনের কথা বলে যায়।

জলপিপি

শ্রাবণের ঢেউ বুকে লাগে, কেঁপে ওঠে জলপিপি
দিগন্তের বিস্তীর্ণ সমুদ্রে খেলে ওঠে রঙের জোয়ার
তোমাকে দেখিনি কতদিন--- এই ভাবি মনে, অথচ দুজনে
পাশাপাশি বসে আছি সহস্র বছর, পাখি উড়ে গেছে
মাথার উপর, আকাশের নীলাভ কুয়াশা বয়ে নিয়ে গেছে
কত শত দিন, এখন শ্রাবণ, এখন বুকের পাথরে
ধাক্কা লেগে ঝরে গেছে জল ও বরফ, এখন বুকের
ভিতর উঠে আসে কফ থুতু শ্লেষ্মা, রক্তও বুঝি-বা
চোখের আলো নিভে যাবার আগে এ কোন অসময়ে আজ
পাথরে ধাক্কা দেয় পাথর, আমূল নাড়িয়ে দেয়
চারিদিকে এ কোন রঙের জোয়ার, এসো আজ পথ হাঁটি
জলের উপর, দুজনে গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে, ধীর,
মৃত্যুর দিকে, মৃত্যু অথবা জীবন, এসব জীবনেরই কারিকুরি

মৃত্যুপ্রোথিত

বুকের বাম পাশ ঘেঁষে উঠে আসে গাছ, কচি পাতা
কেঁপে ওঠে, মৃত্যু স্বয়ং রোপণ করে গেছে তাকে
আমি তার নবজাত মুখের দিকে তাকিয়ে বিহ্বল হই
জয়ী কিনা, এরকম কোনো উল্লাস জেগে উঠছে কিনা
বলতে পারি না, শুধু মেঘের শরীরে গর্জন করে শাণিত বিদ্যুৎ
ভয়াবহ আঁকাবাঁকা রেখায় বারবার নদীর জল স্ফীত হয়
সমস্ত দিগন্তে এখন নিঃশব্দ সোঁ সোঁ আওয়াজ
যেন কোনো শব্দ থাকতে নেই, অথচ শব্দ উঠে আসছে
যেন মৃত্যুর কোনো গোপন খবরদারিতে শব্দও হয়ে উঠছে
আক্ষরিক থেকে গূঢ়ার্থময়, বুকের বাম পাশে মৃত্যু
প্রোথিত করে গেছে যে গাছ, সে গাছ আজ
পাতা দোলাচ্ছে হাওয়ায়, এবং আমি তার নীচে শুয়ে আছি

রশ্মি অথবা দিব্যতা

তবুও যেতে হবে,যেন যাওয়া ছাড়া কোনো কথা নেই
গাছপালার জাফরির ফাঁক দিয়ে ছুটে আসে যে রশ্মি
এসে পড়েছে ঘেরা বারান্দায়, তুমি যেখানে বসে আছ
পাশেই কতকগুলো ফুলের চারা ঝুমঝুম করছে
রঙিন প্রজাপতি উড়ে উড়ে বসছে তাদের উপর
সুতরাং থাকো থাকো, থেকে যাও, যেও না কখনো হারিয়ে
রশ্মি জড়িয়ে যাচ্ছে সবকিছুর সঙ্গে,সামান্য দূরেই
যারা বসে ছিল, গল্প করছিল, তাদেরও উপর দেখো
নেমে এসেছে আলোর দিব্যতা, এই শীতে যা কখনো কখনো
বলে ওঠেঃথাকো, থেকে যাও, চলে যেও না

তৎসম

তৎসম শব্দের মতো ঝরে পড়ছে বৃষ্টি, জানলায় আছড়ে পড়ছে
শিউলিগাছ কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে, ভিজে, সহাস্য, বলছে
এসো, ভেজো আমাদের সঙ্গে, ভেজা সেও কি সকলের সঙ্গে
হয়, তবু শিউলি বলছে বলেই আজ আমি নেমে যেতে পারি
আঙিনায়, এখন ঝড় জলে ভিজে অসুখবিসুখ হলে হোক
ক্ষতি কী, যখন শিউলি বলেইছে নেমে যাওয়ার কথা
ভিজে শরীরে হাঁটার কথা, শিউলি বলেছে বলেই আজ
অনেক অনেক দূর চলে যেতে পারি জলের ভিতর

রাত্রিবাস

আবছা কালোর মধ্যে জেগে আছে রাত্রিবাস,গাছের
ডালপালার ছিদ্রগুলি দিয়ে নেমে আসছে আলো, অর্ধেক চাঁদের
ছাই-রঙা আকাশ ঝকঝকে পাতের মতো শরীর নিয়ে উঠে আসে
এই দানবিক উদ্ভাস, এর সঙ্গেই আজ আমাকে কথা বলতে হবে
জানতে হবে কোথায় এর শুরু কোথায় এর শেষ, মাঝেমধ্যে
সে সমস্ত কুশীলবদের কথা জানা যাবে তাদের মুখের রেখায়
ও চাহনিতে খুঁজতে থাকব রহস্যের যবনিকা উত্তোলন, তারপর
চাপা গর্জনের মধ্যে আমাদের বিমূর্ত নাচ কোনো এক অস্পষ্ট
অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাবে

কিছু শূন্যস্থান

সিঁড়ি বেয়ে উঠি, দু-পাশে সার সার ছবি, তেলরং জলরং টেম্পেরা এচিং
উঠেই সামনের বারান্দায় কতকগুলো সোফা আর তাতেও দেখি রং করা
রং করা ঠিক নয় অবশ্য--- বলা ভালো, ছবি আঁকা আছে--- একটা ইজিচেয়ার
তাতেও দেখি ছবিভর্তি, কোথাও কোনো মানুষজন নেই শুধুই ছবি কথা
বলছে, কতকগুলো ছোট ছোট চৌকো বাক্সও দেখলাম ছবি আঁকা
তাদের গায়ে, কোনো কোনোটার দু-দিকের ঢাকনা নেই, সেই শূন্যস্থান
দিয়ে অপর দিকের বস্তু অবলোকন করা যাচ্ছে,আর কিছু এগিয়ে
যাই, দেখি একজায়গায় ধোঁয়া উঠছে আর লাল রঙের এক নগ্নিকা
দু-হাত উপরের দিকে তুলে দণ্ডায়মান, প্রণামরত, কেননা চোখ বন্ধ
গভীর চিন্তায়, পাশেই দেওয়ালে পালক-গোঁজা আদিবাসীরা বিস্ময়ে
চেয়ে আছে এবং ড্রাম বাজাচ্ছে, লাল আভায় ভরে গেছে চারদিক

উপরে ও নীচে

সমান্তরালভাবে কিছু রেখা ছুটে গেছে অনুভূমিক, উপরে ও নীচে
দু-দিকে কিছু গুচ্ছ ঘন হয়ে কালো রূপ ধারণ করেছে, যদিও কয়েকটি
সাদা রেখাও ছুটে গেছে তাদের উপর দিয়ে এবং সাদা রেখাগুলিও
পরস্পরের সমান্তরাল এবং অবশ্যই অনুভূমিক, চারপাশে গোলাপের
লাল বিস্তার ক্রমশ বিস্তারিত হয়ে সমগ্র দিক অতিক্রম করেছে, এখন
আমাদের চিৎকার করা বৃথা, সমস্ত চিৎকার ওই ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ
হয়েছে আর ছড়িয়ে গেছে, একই সঙ্গে সসীম ও অনন্ত, অনন্ত
কেননা উপরে ও নীচে দু-দিকেই দুটি সাদা দিগন্তরেখা মূর্ত রয়েছে

সিংহের পাহাড়

ধূসর মরুভূমির প্লেটে তিন টুকরো ছবি পর পর আটকানো
যাদের মূল রং লাল, একেবারে টকটকে লাল নয়, কিছুটা
পোড়া ও খয়েরি মিশে আছে তার মধ্যে, প্রথম টুকরোটি বেশ
বড়ো, লম্বাটে এবং পরবর্তী দু-টুকরোর সঙ্গে যেখানে মিশেছে
সেখানে তার উপরের কাঁধ ভেঙে গেছে, যেন কেটে নেমে এসেছে
পেছনের মরু, আর তিনটেরই বক্ষমাঝে দুরুদুরু করছে কালো
কালো ব্রাশের এলোমেলো অথচ সংযত টান,ছোপ ছোপ
দাগের মতো, সবটা একসঙ্গে দেখলেমনে হবে কোথায় যেন
একটা কোথাও তোলপাড় ঘটছে, মানুষ ঘোড়া অরণ্য ঘরবাড়ি
সবকিছু শেষ-ছিটকে যাওয়ার আগে বেরিয়ে এসেছে খোলা
আকাশের নীচে আর সিংহের গাঢ় গন্ধ লেপটে রয়েছে সেই পটে

অশ্রু

বাঁশের বাতা লম্বা লম্বা করে ফাঁক রেখে দেওয়াল,তার
দু-দিকে দুজন, দুজনেই ব্যগ্র দুজনেরই চোখেমুখে খুশির ঝিলিক
দু-জনে দু-জনের দিকে তাকিয়ে আছে অনন্তকাল, বাঁশের বাতার
দেওয়াল হলে কী হবে ভিতরের আসবাব ও ডিজাইন আধুনিক---
সভ্যতার সব সরঞ্জামই সেখানে মজুত, সব সুযোগসুবিধা, দু-জনের
পোশাকও নয় আদিম, মেয়েটির শরীরে জড়ানো শাড়ি ও আঁচল,
ছেলেটির ফুলশার্টের থেকে হাত বেরিয়ে এসে চেপে চেপে ধরেছে গরাদ
তার সবটা দেখা যায় না, কিছুটা পেছন ফিরে অর্থাৎ পেছনদিকটাই
দেখা যাচ্ছে বেশি এবং মেয়েটির সামনের দিক, কিছু কথা ছিল
কিন্তু কথারা কি অনন্ত, দু-একটি কথাই এখন চিরকালের ইতিহাসে
ঢুকে পড়ছে, একটার পর একটা পাতা সরিয়ে, বহুদূর পর্যন্ত, যেখানে
অশ্রুর ঢেউ ছল ছল বয়ে যেতে যেতে ঝরনার মতো ফোয়ারার মতো
পাহাড়ের মতো উপত্যকার মতো কেঁপে উঠতে থাকে অলৌকিক শিহরনে

গ্লোবের চত্বরে

বিস্তীর্ণ ধানভূমির মধ্যে ধোঁয়া উঠছে,ধোঁয়ার লকলকে শিখা
ছড়িয়ে পড়ছে কুয়াশার মতো,আমি কি এখানে রঙিন তুমি কি
এখানে রঙিন,যেন গ্লোবের চত্বরে কতকগুলো কালো ফোঁটার
ছোটাছুটি, আর লাল হয়ে উঠছে চারপাশ, আকাশ ও দিগন্ত
আমি কি কারো কাছে প্রত্যাশা করি কিছু তুমি কি কারো কাছে
প্রত্যাশা করো কিছু,শুধু নীল ধোঁয়ার মাঝখানে প্রগাঢ় বল্লমের
মতো বিঁধে যাচ্ছে দেবতাদের হলুদ ভোজালি,আর কীরকম যন্ত্রণাময়
করোটি দেখা যাচ্ছে পিতৃপুরুষদের, দূরে কিছু সাদা ধোঁয়াও আছে
তবে তা খুব ক্ষীণ, দেখাই যায় না প্রায়

কেন্দ্রবিন্দু

কালোর অ্যালকেমি কিছু জানি কি, দেখা যাক, হাতের কাছেই
দ্বিতীয় শতকের কোনো বন্য ঢাক, খাঁজকাটা কাঠের
নকশা সারা গায়ে আর একদিকে চামড়া আটকানো শক্ত করে
ঘাসের বাঁধুনি দিয়ে, তুমিও বাজাতে পারো, দুদুম দুম
চেয়ে দ্যাখো তোমার চারপাশে জমে গেছে ভূতুড়ে মুখচ্ছবি সব
এগিয়ে আসছে সিংহের মুখঅলা প্রায়-উলঙ্গ এক মানুষ
কানের কাছে এসে প্রশ্ন করছে তুমি এখনো প্রস্তুত কিনা
কীসের প্রস্তুত কেন প্রস্তুত এসব কোন উত্তর নয়,শুধু
বলতে হবে প্রস্তুত কিনা, তারপর উত্তর দেওয়া হয়েছে কী হয়নি
টানতে টানতে নিয়ে যাবে বেদির উপর, যেখানে মাতৃমূর্তির
পেছনে নেমে গেছে সুড়ঙ্গ কালো কেন্দ্রবিন্দুতে, সেখানেই
তৈরি হচ্ছে আসল মজা,মাথায় আঁচড়ানো-চুল মুখে লম্বা দাড়ি
লোকজন একমনে তৈরি করছে পোশাক নক্ষত্রমণ্ডলীর চুমকি বসানো
কেউ কেউ গভীরভাবে মগ্ন, কাচের পাত্র থেকে পাত্রে তারপর আর এক
পাত্রে তরল ঢেলে ঢেলে পরীক্ষা করছে, হতে পারে সুরা, কিন্তু
সুরা নয়,সুরার জন্য অতশত পরীক্ষা লাগে না, এ হচ্ছে অজানা
নির্যাসের সহজ মিশ্রণ, যা তরলায়িত এবং কদাচ বাষ্পীভূত নয়
কিন্তু পান করার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পে পরিণত হবে, তোমার কান নাক
মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে থাকবে, তোমার চোখে নেমে আসবেন
নিহত পিতা, তোমার কাঁধে হাত রাখবেন, কিছু গূঢ় তথ্য শোনাবেন

মহিলা ইস্ত্রি করছে

অন্ধকার ঘরের মধ্যে আলো কাঁপছে,সাদা মোমবাতির হলুদ শিখা
এলোমেলো দুলছে, মাঝেমাঝে স্থির লম্বমান উঠে যাচ্ছে উপরে
একটি নীল রঙের পাত্রে বসানো রয়েছে সেটা, মোম গলে গলে পড়ছে
সেই পাত্রের মধ্যে, একপাশে দুটি হাত দ্রুত কাজ করছে,কাপড় ওল্টাচ্ছে
ভাঁজ করছে, ইস্ত্রি করছে, আর টেবিলের উপর বিছানো সাদা কাপড়ে
লেগে রয়েছে কীরকম পোড়া পোড়া দাগ, মোমবাতির ছায়া কাঁপছে
আর সেই মহিলা, লম্বাচুলের খোঁপাঅলা সেই মহিলা, তার চল্লিশোর্ধ
চোখের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠছে অশ্রু, গাল বেয়ে, আস্তে আস্তে অশ্রু
নেমে যাচ্ছে নাকের পাশ দিয়ে ঠোঁটের কাছে, তারপর চিবুকটা হারিয়ে
গেছে,অন্ধকার নড়ে উঠছে গলা ও বুকের উপর, শাড়িটি ভালো করেই
চাপা রয়েছে সেই বুকে সরু সরু ভাঁজসমেত

জিমন্যাসিয়াম

কোঁকড়ানো চুল মাথায় দাড়িয়ে কালো ভুরু পুরু ঠোঁট আর তার
গা ভর্তি টোটা, পায়ে সাদা স্যান্ডেল সবসময় উদগ্রীব হয়ে আছে
চলে যাওয়ার জন্য,স্কার্টের নীচে নেমে এসেছে সবল উরু ও পা
হাত-ঢাকা ঢোলা গেঞ্জি সে পরেছে, যেন সে পরেছে কোনো অনায়াস
পোশাক, সব পোশাক তাহলে অনায়াস হয় না, অনায়াসেরও
রকমফের আছে,বা হাতে সরু ঘড়ি এবং ডান হাতে চুড়ির মতো
দু-পাক দেওয়া রাবারব্যান্ড, এইরকম সহজক্ষিপ্রতায় সে
আসাযাওয়া করতে থাকে জিমন্যাসিয়ামে প্রতিদিন, তার
কাঁধ থেকে বেড় দিয়ে ঘুরে গেছে টোটা, টোটার মালা, অকৃত্রিম
#
ফাঁকা জিমন্যাসিয়ামে আজ সে একাই এসেছে

সিলিংফ্যান

ফ্রেমের কাচের মধ্যে স্তম্ভিত মুখাবয়ব, বাঁকানো কলার
বুকের বোতাম ঠিকমতো লাগানো, কোঁচকানো ভুরুর মধ্যে
লুকিয়ে থাকা চিন্তা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে দুশ্চিন্তায়, সে মাথা
দোলাচ্ছে পাগলের মতো, আর তার সামনের দৃশ্যগত অবস্থানগুলি
সরাসরি উঠে আসছে কাচের উপর কিছুটা আয়নার স্বভাবধর্মিতায়
ফলে তার মুখে বুকে কপালে এসে ভিড় করছে চেয়ার টেবিল দেওয়াল
দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডার, টেবিলের ভাস, জানলার পর্দা
অন্যান্য পেইন্টিংস, সে এখন একের মধ্যে বহু হয়ে গেছে,মানুষ
ছড়িয়ে পড়লে মানুষের মধ্যে খুশি হয়, মানুষ ছড়িয়ে পড়লে
আসবাব ও বস্তুসামগ্রীর মধ্যে খুশি হয় কিনা বোঝা যাচ্ছে না
তার মুখের পাশে গজিয়ে উঠছে টেলিফোন-তার, তার চোখের পাশে
নেমে আসছে সিলিংফ্যানের রড এবং সিলিংফ্যান, ঘুরছে

সাদা

জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনজন,তিনজনেরই সাদা পোশাক
মাঝখানের জন মহিলা, তার মুখ নিচু, দু-হাত পেটের কাছে জড়ো করা
অন্য দু-জন পুরুষ, তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, প্রত্যেকেরই মুখে কোনো যন্ত্রণা নেই
প্রত্যেকেরই মুখে করুণা ঝরে পড়ছে, নীলাভ জলের বুকে কোনো
ঢেউ নেই, চারপাশে গভীর জঙ্গল, লম্বা লম্বা গাছ উঠে গেছে উপরে
যদিও আকাশ ঢাকেনি, আর বেশ কিছু লতা জড়িয়ে আছে সেইসব
গাছে,আর কিছু শেকড় ছড়িয়েছিটিয়ে তাদের শক্ত রুক্ষ অস্তিত্ব
জানান দিচ্ছে, নানান রকমের সবুজের মাঝখানে জলে তিনজন
দাঁড়িয়ে আছে, সাদা পোশাক, কেউ কোনো কথা বলছে না

অ্যারোমা

জঙ্গল উঠে এসেছে কালোসিয়া পাহাড়ে,বাহারের শেষ নেই
একটু আগে শুরু হয়েছে অনন্ত বৃষ্টি, পাথর বেয়ে বৃক্ষ বেয়ে
নেমে যাচ্ছে জল নীচে, কালো মেঘ লেপটে রয়েছে জঙ্গলে
পাথরের জীবন ক্ষয়ে ক্ষয়ে বৃষ্টি হয়েছে গর্ত, পাথরের গায়ে
জমেছে অন্ধকারের আলো, যার মধ্যে দেখা যেতে পারে পুরোনো
দিনের স্মৃতিবাগান, ঠিক যেন পর্দা ফুঁড়ে জেগে উঠছে মানবমানবী
তাদের সন্তানসন্ততি, এবং প্রত্যেকেই ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে
কথাবার্তায়, খেলাধুলোয়, কেউ বেতের ঝুড়ি বনার কাজে, কেউ
অস্ত্র শান দেওয়ায়, কেউ দেওয়ালে আঁকছে বাইসন শিকার
আর একটি স্বল্প পোশাকের নর্তকী ক্রমাগত নেচে চলেছে
বস্তুত বদরাগী মরদদের মাথায় ছেটাচ্ছে শান্তিজল,যাতে
শত্রুপক্ষ হৈ হৈ করে ঢুকে পড়লেও তারা মাথা ঠিক রাখতে পারে
বেছে নিতে পারে সঠিক অস্ত্র ও ধনুর্বাণ, ক্রমাগত জলপতনের
শব্দ লক্ষ করে জঙ্গল উঠে এসেছে পাহাড়ের উপর, প্রাচীন
অ্যারোমা বা ফুলগন্ধ তাদের ডালপালার মধ্য দিয়ে বয়ে যায়

ভেড়া

একটি ভয়ার্ত ভেড়ার মুখ নেমে আসছে ক্লোজআপে নীচে
তার চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, রক্তাক্ত পেশিময়
মুখসহ জিহ্বা ও শিং সহ সে নেমে আসছে নীচে
আমরা তার কত কাছে যেতে পারি, তার চোখ উপড়ে নেওয়া
হয়েছে।কতকগুলো লালগোলাপিসাদা পেশির সজ্জা
তাকে সজ্জিত করেছে, কিছু কালো ফোঁটাও রয়েছে সেইসঙ্গে
মুখ হাঁ, যেন চিৎকার করে চলেছে, আর শূন্যতা, রংবিহীন
শূন্যতা চারপাশে, সে পড়ছে ত পড়ছেই, মাটি থেকে দূরে

মেডুসা

কালো বর্ডারের চৌকোর মধ্যে ছ-টি উল্লম্ব রেখা টানা হয়েছে
একটি জানালার মতো মনে হচ্ছে, গরাদ দেওয়া, একটু বেশি উন্মুক্ত
এবং বেশিরকম বদ্ধ, ভেতরে সাদা দেওয়ালের কাছে দু-একটি
আসবাব, টেবিল ইত্যাদি, আর তারই মধ্যে একটি বন্যতরুণী
মাথার চুল চুড়ো বাঁধা সেখানে কয়েকটি ফুলও আছে,
নেচে চলেছে, যেন আমৃত্যু এই নাচ, শরীরে কিছু নেই বলাই
ঠিক হবে, শুধুমাত্র কটিদেশে একটুকরো বস্ত্র, আর তার
মাতাল মাংসল ত্বক ফুটে উঠছে জলদর্পণে বীভৎস কোনো
পরিণতি দেখবার জন্য, যেন তারও চোখে ক্রমশ ফুটে উঠছে
পাগল মেডুসা, স্তনের উপর দিয়ে সাপ চলে যাচ্ছে লাফাতে
লাফাতে, দুটো পা তাল দিচ্ছে সমানে আর দু-দিক ছড়িয়ে যাচ্ছে
হাত, কখনো-বা নেমে আসছে কোমরে, আরোপিত ঠোঁটের মুদ্রায়
কয়েকটি লাল জবা গজিয়ে উঠে ফের ঝরে যাচ্ছে

কার্ডবোর্ডের বাক্স

দুটি ক্ষিপ্র চোখ তাকিয়ে আছে তোমার দিকে, তুমি কতদূর যেতে পার
বেশি দূর যেতে পার না, ফিরে আসতেই হয় সেই চোখের কাছে
মাথার ঝাঁকড়া চুলের ছায়া পড়েছে কপালের উপর, নাক ও ঠোঁট
বিস্ময়ে বিমূঢ় তাকিয়ে আছে তোমাদের দিকে, জামার উপর অন্ধকার
ওঠানামা করছে মৃদুমৃদু, পেছনে কার্ডবোর্ডের বাক্সগুলি পরপর
সাজানো, মাঝখান বরাবর চওড়া ফিতে দিয়ে বাঁধা আছে যত্ন
করে, তার একটি হাত উঠে এসেছে কিছুটা উপরে, যেন ডাকতে
চায়, ডাকতে পারছে না, আঙুল খুলতে গিয়েও মুঠো বেঁধে
যাচ্ছে, তুমি কতদূর যেতে পার
বেশি দূর পার না

দ্বিতীয়পর্ব ।। মায়া

অভিব্যক্তি

অতিকায় আকাশের ছায়া ছুটে গেছে দূরে
সেখানেও অনেকগুলো আকাশের ছায়া মিলেমিশে
তৈরি করেছে অদ্ভুত এক ছায়া ঘেরা-পরিসর
সেখানে, সেখানে জগতের সকল মায়ার
খন্ড-বিখন্ড অভিব্যক্তি, সকল কায়ার দন্ড-
দুয়েক থেকে যাওয়ার বাসনা তা কি শুধুমাত্র
মানুষের, তা কি পশু পাখি পাথরেরও নয়
হয়তো-বা তাই, যা কিছুই আমাদের প্রেমকে
#
টান দেয়, বাণ দেয়, ভেঙে চুরে খানখান করে

সংস্কার

সংস্কারসুলভ দুর্বলতা নিশ্চয়ই একসময় কেটে
যায়, তারপর যেটা থাকে তা হচ্ছে একধরনের
ভালোবাসার বিশ্বাস, যদি কখনো আত্মরক্ষা
করার থাকে, সেটা ভালোবাসাই করাবে, সেটা
নিয়ে এখনই এত দুশ্চিন্তিত হওয়ার কোনো
কারণ নেই, তোমার যদি শিল্প সংক্রান্ত কিছু
উদ্দেশ্য-ভাবনা থাকে সে তুমি চালিয়ে যেতে
পারো নিঃসঙ্কোচে, সব কিছুরই উপযোগিতা
#
থাকবে এমন কোনো মানে নেই, তবু উপযোগিতা থাকে

অবরোধ

কত রকম অবরোধ আছে পৃথিবীতে,তবুও তারই
মধ্যে প্রাণের বিকাশ, বিস্তৃত দিনযাপন, নানান
কিছুর সঙ্গে সংযোগ ও মিলন, নতুন নতুন
জন্মদান, সে জন্ম হয়তো কখনো বাকের
চেহারায়, কখনো ছবির চেহারায়, কখনো গানের
কখনো ভাস্কর্যের, কোথাও না কোথাও এসবের
একটা প্রয়োজন আছে, যদিও তা মনে হতে পারে
নিতান্তই অপ্রয়োজনের, যেমন মনে করা হয় জে-কোনো
#
সৃষ্টিই হচ্ছে হয়ে ওঠা, তবু কিছু তো বাসনা ছিল

তরঙ্গের

দুব্বোঘাসের থেকে ঝিমঝিম নেশা ওঠে নামে
নিহিত তরঙ্গের মতো, বিগত শতাব্দীর বা
সময়ের যা-যা কিছু ইতিহাস হয়ে গেছে
অতীত হয়ে গেছে, এসব কিছুই স্বচ্ছ কুয়াশার
গুলবদন, এসবই লাবণ্য দুহিতা, এসবই অপরূপ
এক হারিয়ে যাওয়া সময় থেকে সময়ের ভিতরে
ঘাস-কাটার যন্ত্র এগোচ্ছে সকল ঘাসের উপর
ডগা-ছাঁটা সবুজ মেঘের মতো দীর্ঘ লন বেঁচে
#
আছে, এটুকুই আহ্লাদ, এটুকুই বেঁচে থাকার প্রেরণা

মফস্‌সল

কস্মিনকালেও আমাদের বাড়ির সামনে মাত্রাতিরিক্ত
ভিড় জমেনি, যদিও ব্যস্ত রাস্তায় সর্বক্ষণ রিক্সা
ও কার চলছে, কখনো-কখনো খড়ের বোঝা
নিয়ে গোরুর গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়
নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্যে, ওই যে কয়েকটি গোরু
শীতের সকালে নেমে এসেছে মাঠে, হালকা
আলো ছড়াচ্ছে মেঘে-ঢাকা রোদ, সরোদ
বাজাছেন কোনো এক বড়ো ওস্তাদ, এতটুকু
#
পরমাদ নেই কোথাও কোনোখানে, সর্বত্র নিটোল

চারপাশ

জগদ্দল পাথরের থেকে উঠে আসছে যে কন্ঠ
সেখানে কান পেতে শুনি, দূরের চারপাশের
দিগন্ত থেকে ছুটে আসে অসংখ্য শিশু
তিন থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত,কেউ যেমন
টলোমলো পায়ে চলতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে,
তেমনি কেউ দ্রুত ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে
গড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মজার ব্যাপার এই, কেউ
একেবারেই কাঁদছে না, সকলেই হেঁটে যাওয়া
#
কিংবা দৌড়ে যাওয়াকে উপভোগ করছে

সমাচার

কত যে উপকরণ, তুমি কিছু কিছু নির্বাচন করে
নাও, তারপর সেসব দিয়ে গড়ে তোলো নতুন কিছু
শুধু গড়ে তোলা নয়, সে গড়ে-তোলার মধ্যে
অবশ্যই থাকতে হবে প্রেমের সুসমাচার, প্রেম সম্পর্কিত
এক গভীর আবেগ, ক্যানভাসের সীমিত অঙ্গনে
তুমি ফুটিয়ে চলেছো ও কাদের বাগান, সে কি
তোমার নিজস্ব, বাগান কি কারো নিজস্ব হয়
কখনো, অবশ্য ভেবে তুমি আনন্দ পেতে পারো যে
#
ও তোমার একেবারেই নিজস্ব, যেমন আকাশ, জল, বাতাস

অ-গরব

মাঝে মাঝে পা আর মাটিতে থাকে না
গরবের ব্যাপার নয়, নিতান্তই অ-গরবের
ব্যাপার, এবং অবশ্যই কোনো হ্যাপাও নয়
কেমন একটা হালকা হয়ে যাওয়ার মতো
সহসা মনের মধ্যে জেগে ওঠে তুরীয় পুলক
বেশক মানে সন্দেহ নেই, আর শক মানে
সন্দেহ, আবার শক হচ্ছে সেই অবিরাম
ধেয়ে আসা শক হূন তাতার অশ্ববৃন্দ
#
বুকের মধ্য থেকে অবিশ্রাম হ্রেষা প্রবাহিত হয়

অতিরিক্ত

প্রত্যেকেই প্রয়জনীয় প্রত্যেকেই অতিরিক্ত
কেননা প্রতিটি ক্ষণে সৃষ্টি হচ্ছে কোটি কোটি
প্রাণ-বুদবুদ, এই যে বুদবুদ এ যে রয়েছে সে তো
সকলেরই জানা, কিন্তু বুদবুদ যে চিরকাল
থাকে না সেটা সমস্ত বাচ্চাদের জানা,তাই
তারা কেঁদে ওঠে, কাঁদবার পরে হঠাৎ নতুন বুদবুদ
দেখে হেসে ওঠে আবার, দু-হাত বাড়িয়ে তারপর
ছুটতে ছুটতে যাওয়া, সুন্দর রামধনু রং ঝিকমিক
#
করতে থাকে সেইসব বুদবুদের উপর, যেন বা চিরকালীন

সংসার

সবটাই তো সার কথা, আর সার দিলেই
তো ভালো ফসল, তারই মধ্যে সং থাকতে
হবে, মানে গান, সংগীত ছাড়া কোনোকিছুই
পূর্ণ মনে হয় না, আবার সং মানে বিচিত্র
সাজের মানুষ, ভাঁড়ওবলা যায়, বিদূষক
যার কাজ হল এই নিরানন্দ জীবনকে
পরমানন্দে ভরিয়ে তোলা, যাই হোক বাজে কথা
না বলে এবার আসল কথাটা বলি,
#
সেটা হল বাজে কথা বলে কিছু নেই, সবটাই সার

আখ্যায়িত

কত কিছুতে আখ্যায়িত হয়েছি জীবনে, এই একটা
ছোট্ট জীবনে এবং একটাই তো অবয়ব রে বাবা
একটা শিশু জন্মগ্রহণ করলে কত শত নামে
ডাকতে থাকে লোকে, এবং প্রিয়জনেরা, তারপর
সেসব নাম থিতু হয়, নির্দিষ্ট হয় একটি কিংবা
দুটি নাম, কিন্তু নামে কী যায় আসে, তুমি একদিন
আবিষ্কার করলে তোমারই নামে অন্তত এবং
কমপক্ষে প্রায় পাঁচশো লোক বসবাস করছে
#
পৃথিবীতে, যদিও প্রত্যেকের অস্তিত্ব আলাদা, প্রাণ

পরিচয়

তাৎপর্য নানা জনের, এবং নানা কিছুর, পৃথিবীর
শান্তি-আন্দোলনের শরিক কারা কারা জানো তো
কারা আবার, সমস্ত পরিচিত জনেরা, যারা পরিচিত
তারাই শরিক আজকের এই শান্তি-প্রকল্পে
কিন্তু যারা দানব যারা হিংস্র তারা কখনোই আমার
পরিচিত কেউ নয়, পরিচয় তাকেই বলি যখন তা
নমনীয়, উপকারপ্রবাহী, এবং যাদের কোনো হারিয়ে যাওয়া
নেই, অবশ্য একথাও ঠিক বহু পরিচিতজনকে এখন আর
#
দেখতে পাই না, তাদের জন্য মন কেমন করে, ছুঁতে চাই

আচমকা

নিশ্বাসের মুহূর্ত যেভাবে অনিঃশেষের দিকে
চলে যায়, লোকে বলে অমরতার চলচ্ছবি
বিষয় ও বিষয়ীর সমগ্র ব্যাপারটি তখন একটি
স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যঙ্গের মতো শোনাতে থাকে কিংবা
দেখতে থাকে তার জোকারপ্রতিম হাসি, সেই
হাসির মধ্যে উচ্চারিত হয় ভালোবাসার জয়গান
কিন্তু তাহলেও অদ্ভুত এক দোলাচলে কেঁপে ওঠে
আসমুদ্র হিমাচল, যেন বা জগৎ-ডোবানো
#
সুনামি, তারপর বহু কিছু তলিয়ে গিয়ে ফের উদ্ধারকার্য

সমস্কৃত

সে এক টুলো পণ্ডিত ছিল আমাদের গোরাবাজারে
ভারি ভালোমানুষ, দেখা হলেই বলতেন, বয়স
অনেক হল, এখনো ভালো করে শেখা হল না
সমস্কৃত, যাই এখনি নিয়ে বসতে হবে পড়াশোনায়
যতটা পারা যায় রপ্ত করে নিতে হবে, বলেই
গরগর করে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আওড়ে
নিয়ে হাঁটা দিতেন বাড়ির পথে, ঠিক তখনি
বাড়ির দিকেই যেতেন কিনা বলা মুশকিল
#
অবশ্য পথইতো শেষপর্যন্ত বাড়ির দিকেই চলেছে

অলঙ্কার

পথে পথে বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার ছড়ানো
কোনোটা ভাষার কোনোটা দেহের, যাই হোক
অলঙ্কার তো বটে, তা তো অন্য কোনোকিছুকে
আরো বেশি ঔজ্জ্বল্য দেওয়ার জন্যই, এই
পৃথিবীতে যা কিছুই আছে প্রতিটি জিনিসই
অন্য কোনো বা কিছু জিনিসের অলঙ্কার
কেননা একা-একা ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর কোনো
মানে নেই তার নিজের কাছেই, সোনার অঙ্গে
#
সোনার অলঙ্কার,বলো কে কার অলঙ্কার

তৃতীয় পর্ব ।। বিন্দু

গুছিরাম

গুছিরাম গুঁই-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কয়েক
বছর আগে, মেঘলা আকাশের নিচে, শ্যামলবর্ণা
এক গ্রামের দিস্তা-দিস্তা সবুজ ছড়ানো দিগন্তবিস্তৃত
মাঠে, আমি ভেবেছিলাম সেইসব সবুজ কাগজের
উপরে কবিতা লিখবো, সেটা সম্ভব হয়নি, কেননা
গুছিরাম গামছা দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে বলেছিল
এই তো কাছেই আমার ঘর, একটু দেখে যাবেন
গুছিরামের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম একটা সুন্দর
সবজিখেত আর ফলেভরা বাগানের মধ্যিখানে
আরো কতকগুলি বাচ্চা-গুছিরাম খেলা করছে
মাথায় হঠাৎ- ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়ালো তার
মা এবং বউ--- যেন-বা পৃথিবীর সমস্ত গার্হস্থ্য
এসে মিলেছে এই একটি ছোট্ট বিন্দুতে, বৃষ্টির ফোঁটার মতো।